Aslaf Academy

লেকচার ২৭ : সাহাবীদের সাথে বন্ধু নবীজি ﷺ

কোর্সঃ সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল - জামি

সাহাবীদের সাথে নবীজির (সঃ) পরামর্শ -

আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবে নানা সমস্যায় আমরা জর্জরিত। বলা যায়, আমাদের জীবনে যত সংকটের শিকার আমরা হই, তার অধিকাংশ ঘটে নিজেদের মধ্যকার পরামর্শ বা বোঝাপড়ার অভাবে। তাই নবীজি (সঃ) অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন পারস্পরিক পরামর্শকে। রাষ্ট্রীয় কাজ থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবনের আপাত-তুচ্ছ ঘটনায়ও তিনি পরামর্শকে গুরুত্ব দিতেন। এমনকি, ইসলামের শুরুর যুগেই আল্লাহ তাআলা পরামর্শের প্রতি গুরুত্ব বলে দিয়েছেন - 'তাদের পরামর্শক্রমে কাজ করুন।'[1] নবীজি পুরো জীবন এর উপর আমল করেছেন। সব বিষয়ে তিনি পরামর্শ করতেন।

বদর যুদ্ধের দিন সাহাবীদের বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।' [2]

উহুদ যুদ্ধেও নবীজি (সঃ) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। তাঁদের মত ছিলো মদিনার বাইরে যুদ্ধে যাওয়ার পক্ষে। কিন্তু নবীজির (সঃ) মত ছিলো মদীনায় থেকে প্রতিরোধ করার পক্ষে। নবীজি (সঃ) নিজ মত ত্যাগ করে সাহাবীদের মতে মদীনার বাইরে গিয়েছিলেন। যুদ্ধের ফলাফল সুন্দর না হলেও যেহেতু এই কাজটি তিনি করেছিলেন পরামর্শের ভিত্তিতে, তাই কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—'হে নবী, এসব ঘটনার পর এটা আল্লাহর রহমতেই ছিলো। যার ফলে তুমি মানুষের সাথে কোমল আচরণ করেছো। তুমি যদি রূঢ় প্রকৃতির বা কঠোর হৃদয়ের হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে গিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতো; সুতরাং তাঁদের ক্ষমা করো। তাঁদের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করো এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে

[1] সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৯
[2] আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ২১৬

তাঁদের সাথে পরামর্শ করতে থাকো। এরপর যখন কোনো বিষয়ে তুমি মনস্থির করে সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করো। আল্লাহ তাঁর উপর নির্ভরকারীদের ভালোবাসেন।'[3]

পরামর্শ বা মতামত নেওয়াকে তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে করতেন, অথচ তিনি একজন নবী, তাঁর উপর ওহী নাযিল হতো! এরপরও সাহাবীদের সাথে পরামর্শে তিনি এমন সাধারণ আচরণ করতেন যে, সাহাবীদের কোনো নির্দেশ দিলে সাহাবাদের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতো, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ), এটা কি আপনার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ, নাকি নিজের সিদ্ধান্ত?' যদি নবীজি (সঃ) বলতেন, আল্লাহর নির্দেশ, তখন সাহাবারা বিনা বাক্যে তাঁর নির্দেশ মেনে নিতেন; কিন্তু তা যদি না হতো, তাহলে সাহাবারা নিজেদের মত ব্যক্ত করতেন। এই যে সাহাবাদের মধ্যে নবীজির (সঃ) সামনে মত ব্যক্ত করার পরিবেশ তৈরি হয়েছিলো, এমন নমুনা পৃথিবীর অনেক নেতাদের মধ্যেই পাওয়া যাবে না।

সাহাবীদের সাথে নবীজির (সঃ) রসিকতা -

আগের আলোচনায় মনে হতে পারে, নবীজি (সঃ) সাহাবীদের সাথে শুধু রাশভারি আলাপই করতেন। আসলে তা নয়; নবীজি (সঃ) তাদের সাথে রসিকতাও করতেন। জীবনের প্রতিটি স্বভাবজাত ও মানবিক চাহিদার প্রতি তাঁর যেমন খেয়াল ছিলো, ঠিক তেমনি সেসব চাহিদার সীমা কতটুকু হবে, সে ব্যাপারেও তিনি বলে গিয়েছেন। তাই তিনি বলে গেছেন, রসিকতা করলেও করতে হবে পরিমিতভাবে। সুতরাং, রসিকতা করলেও লোক হাসানোর জন্য কোনো মিথ্যা কথা বলা যাবে না। আবার এমন রসিকতাও করা যাবে না, যে রসিকতায় কারও সম্মানহানি হয় বা কেউ কষ্ট পায়।

নবীজির (সঃ) এক সাহাবী হানযালা রা. একসময় ভাবতেন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হাস্যরসহীন কঠোর নিয়ম ও আল্লাহর নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় কাটিয়ে দিতে হবে। এমনকি পরিবারের সাথে হাসি-কৌতুক ও আমোদকেও তিনি আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফলতি আর

[3] সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৯

মুনাফেক হওয়ার আলামত বিবেচনা করে রাসূলের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। নবীজি বললেন, 'হানযালা, কখনো-কখনো হাসি-আনন্দেরও প্রয়োজন আছে।'

আবু হুরায়রা রা. বলেন, 'সাহাবীরা একবার নবীজিকে (সঃ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি যে আমাদের সাথে রসিকতা করেন! নবীজি (সঃ) বললেন, আমি সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলি না।' তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, আমার যে রসিকতা করি তা কোনো ফালতু ব্যাপার নয়।

এক লোক একবার নবীজির (সঃ) দরবারে এসে রাসূলকে (সঃ) বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে একটি উটের সওয়ারি দিন।' নবীজি (সঃ) বললেন, 'আমি তোমাকে একটি উটনীর বাচ্চা দেবো।' লোকটি বললো, 'উটনীর বাচ্চা দিয়ে আমি কী করবো?' রাসূল (সঃ) বললেন, 'প্রত্যেকটি উটই তো কোনো না কোনো উটনীর বাচ্চা।' রাসূলের কৌতুক ছিলো এমনই সূক্ষ্ম ও বাস্তবসম্মত। কোনো অবাস্তব অলীক বিষয় তাঁর রসিকতায় স্থান পেতো না।[4]

নবীজির (সঃ) খাদেম আনাস রা.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বললেন, 'ওহে দুই কানঅলা।' উসামা রা. বলেন, 'ওটা ছিলো নবীজির (সঃ) রসিকতা।'[5]

এক বৃদ্ধা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ), আমার জন্য জান্নাতের দোয়া করে দিন।' নবীজি (সঃ) বললেন, 'হে অমুকের মা, কোনো বৃদ্ধা তো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' শুনে বৃদ্ধা কাঁদতে লাগলো। নবীজি (সঃ) মজা পেলেন। বললেন, 'ওকে জানিয়ে দাও, কোনো বৃদ্ধাই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সকল বৃদ্ধাই যুবতী হয়ে পরে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' [6]

যাহের নামের এক সাহাবী গ্রাম থেকে নবীজির (সঃ) কাছে আসতো। তিনি নবীজির (সঃ) জন্য অনেক কিছু হাদিয়া নিয়ে আসতেন। নবীজি (সঃ) তাঁকে অনেক ভালোবাসতেন। যখন তাঁর গ্রামে ফেরার সময় হতো, নবীজি (সঃ) তাঁর মাল-সামানা গুছিয়ে দিতেন। আর বলতেন, 'যাহের আমাদের গ্রাম্য ভাই আর আমরা যাহেরের শহুরে ভাই।'

---

[4] শামায়েলে তিরমিযি

[5] শামায়েলে তিরমিযি

[6] সুরা ওয়াকিয়া, আয়াত: ৩৫-৩৭ [শামায়েলে তিরমিযি]

মদীনার বাজারে যাহের নানা পণ্য বিক্রি করতেন। একবার নবীজি (সঃ) লুকিয়ে পেছন থেকে এসে তাঁকে জাপটে ধরলেন। তিনি নড়তে পারছিলেন না। আবার এও দেখতে পারছিলেন না, কে তাঁকে এভাবে ধরেছে। তিনি বলছিলেন, 'ছাড়ো, আমাকে ছাড়ো।' একটু পরেই তিনি টের পেলেন জাপটে-ধরা ব্যক্তিটি নবীজি (সঃ)। তখন তিনি আর ছোটার চেষ্টা করেননি। তাঁর পিঠ রাসূলের বুকের সাথে লেগে ছিলো। নবীজি (সঃ) বলতে লাগলেন, 'কে আছো, আমার এই গোলামটাকে কিনবে?' যাহের বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো ত্রুটিযুক্ত মানুষ; আমাকে আপনি বেশি দামে বেচতে পারবেন না।' নবীজি (সঃ) বললেন, 'কিন্তু তুমি আল্লাহর কাছে অল্প-দামি নও।' [7]

এভাবে নবীজি (সঃ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিমিত পরিমাণে রসিকতা করতেন। সাহাবীদের করতে দেখলে নিষেধ করতেন না। মানবিক আচার হিসেবে রসিকতাকেও তিনি সত্যের সুন্দরে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছিলেন।

শিক্ষণীয় বিষয় -

আজকের দরসে বিচিত্র কিছু বর্ণনা গেল। এর মধ্যে একটা হলো, নবিজি (সঃ) এক গ্রাম্য সাহাবির আসবাবপত্র গুছিয়ে দিতেন! চিন্তা করুন একটু, একজন রাষ্ট্রনায়ক উপরন্তু রাসুলের জীবন কত সহজ স্বাভাবিক ছিল! নিজেকে ঐ জায়গায় নিয়ে ভাবা দরকার, আমরা হলে কী করতাম? কিংবা বর্তমানে আমাদের সামান্য ক্ষমতা থাকলেও আমাদের আচরণ কতটা কাঠখোট্টা টাইপের হয়ে যায়। সেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

আরেকটি বিষয় হলো, রসিকতা করা। নবিজির (সঃ) জীবনে এটারও পরিমিতি ছিল। আমাদের অনেকে রসিকতা করতে করতে এত বেশি করে যে, নিজের ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে ফেলে। এমন যেন না হয়। নিজের ব্যক্তিত্ব ধরে রাখা এটাও নবিজির আদর্শ। এজন্য ইসলামকে তার মূল থেকে শিখতে হবে। বিচ্ছিন্ন কোন বর্ণনা দেখলেই আমল করা যাবে না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তাওফিক দান করুন আমিন।

[7] শামায়েলে তিরমিযি